যুগান্তর

তারিখ ..05 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

ইউজিসির তদন্তে তথ্য

রাবিতে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৭ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী

রাবি প্রতিনিধি

জোট সরকারের আমল থেকে এ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়েছে। অর্গানোগ্রামের বাইরে (বর্তমান কাঠামো ও ইউজিসির অনুমোদনের বাইরে) এসব শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্তে সোমবার এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তদন্ত কমিটির নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, এর মধ্যে তুলনামূলক কম মেধাবী শতাধিক ব্যক্তিকে দলীয় বিবেচনায় এবং অর্গানোগ্রামের বাইরে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে অবৈধভাবে, দলীয় বিবেচনায় ও অর্গানোগ্রামের বাইরে ছয় শতাধিক নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজসহ বিভিন্ন সূত্র সহস্রাধিক পদে অবৈধভাবে নিয়োগের অভিযোগ তুলে আসছিল। এসব দুর্নীতি-অনিয়ম নিয়ে অনেক প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়। এসবের তদন্তে ইউজিসি সদস্য নিয়োগ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

নিয়োগ : রাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রফেসর জেহাদুল করিমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে সোমবারই তদন্ত কাজে শেষ হার্ড দেয়। আজ তদন্ত কাজ শেষ করে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই এ বিষয়ে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তারা রিপোর্ট পেশ করবেন।

তদন্ত কমিটির একটি সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজেদের প্রয়োজনে ইউজিসির অনুমোদন ছাড়াই এর অধিকাংশ পদ সৃষ্টি করে দলীয় বিবেচনায় এসব নিয়োগ সম্পন্ন করে। সূত্রটি জানায়, অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীরা আবেদন করা সত্ত্বেও তুলনামূলক কম মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও কেবল দলীয় বিবেচনায় শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। আবার এসব নিয়োগে বিজ্ঞাপিত পদের বাইরেও একই কারণে অনেককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

আবার ২০০৪ সালের ১৭ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত দলীয় বিবেচনা, স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে ৫৪৬ কর্মচারীকে নিয়োগ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পরে এ নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করা হলে (মামলাটি এখনও হাইকোর্টে বিচারাধীন) বর্তমান প্রশাসন কোন অনুমোদন ছাড়াই নিজেরা পদ সৃষ্টি করে এবং এসব কর্মকর্তা কর্মচারীর নিয়োগ পুনঃসম্পন্ন করে। এছাড়াও এখন পর্যন্ত আরও দু'শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একইভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে মর্মে ইউজিসির তদন্তে সত্যতা মিলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অবশ্য বরাবরই দাবি করে আসছিল, তারা অবৈধভাবে কোন নিয়োগ দেয়নি। বরং রাবি প্রশাসনের মতে, এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু পদ খালি রয়েছে।

তদন্ত প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রফেসর জেহাদুল করিম জানান, বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে আগেই তদন্ত শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে তারা এসেছেন এবং তারা অবৈধভাবে, অর্গানোগ্রামের বাইরে ও দলীয় বিবেচনায় এসব নিয়োগের সত্যতা পেয়েছেন। তবে তিনি বলেন, এসব নিয়োগ কখন কোথায় কীভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ চলছে, আজও তারা সংগ্রহ করবেন। রাবিতে এখনও পদ খালি রয়েছে কী না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব পদ সৃষ্টি করে এসবে নিয়োগ বা খালি থাকার কথা বলা হচ্ছে তাতে ইউজিসির কোনই অনুমোদন নেই। অতিরিক্ত এসব নিয়োগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ও আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তুলনামূলক কম মেধাবীদের নিয়োগ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান পড়ে গেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মধ্যে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।